গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ক্রমিক নং | ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা্/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ) | সেবা্/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সেবা্/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না | সেবার লিংক | মন্তব্য |
| ০১. | শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন – Labour Inspection Management Application (LIMA) (২০১৮) | বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে এই অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকগণ নিয়মিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকেন। তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত চেকলিস্ট সহকারে উক্ত পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন করেন। চেকলিস্ট অনুযায়ী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স গ্রেডিং করেন, সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রদান করেন এবং সেটি বাস্তবায়নের জন্য মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন। এই সম্পূর্ণ কার্যক্রমটিকে ডিজিটাইজ করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক LIMA সফটওয়্যারটি নির্মিত হয়েছে। সফটওয়্যারের কার্যক্রম ২০১৮ সালে সূচনা করা হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে LIMA ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি বাস্তবায়নের ফলে শ্রম পরিদর্শকগণ খুব সহজেই মোবাইল/ট্যাবের মাধ্যমে পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। পরিদর্শনকালে পূরণকৃত চেকলিস্টের একটি ডেটাবেজ তৈরি হওয়ার ফলে শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের হালনাগাদ চিত্র পাওয়া সহজ হয়ে গিয়েছে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | lima.dife.gov.bd |  |
| ০২. | অনলাইনে কারখানার লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং লাইসেন্স প্রদান (২০১৮) | বাংলাদেশে অবস্থিত সকল কারখানা/প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী অত্র অধিদপ্তর থেকে কারখানার লে-আউট প্ল্যানের অনুমোদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স গ্রহণ করে থাকেন। লাইসেন্সিং এর জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ শ্রম বিধিমালায় নির্ধারিত লাইসেন্স ফী সরকারি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে থাকেন। কারখানার লে-আউট প্ল্যানের অনুমোদনের আবেদন এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন Labour Inspection Management Application (LIMA) সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। এর ফলে এসব আবেদন করার জন্য সেবাপ্রার্থীদেরকে অধিদপ্তরের কোন কার্যালয়ে গমন করতে হয় না। লাইসেন্স ফী জমা দেওয়ার জন্য কোন ব্যাংকে যেতে হয় না। ফলে এই সেবাগুলো সেবাপ্রার্থীদের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়া গেছে। একই সাথে নিবন্ধিত কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানের একটি ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরী হয়েছে যার মাধ্যমে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্যাদি, কারখানা ভবন সংক্রান্ত তথ্যাদি, বিদ্যুৎ শক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি, কর্মরত শ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যাদির হালনাগাদ চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | lima.dife.gov.bd |  |
| ০৩. | অনলাইনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ (২০১৮) | বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থিত সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পেশাগত ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হয়। Labour Inspection Management Application (LIMA) সফটওয়্যারের মাধ্যমে পেশাগত দুর্ঘটনার নোটিশ, পেশাগত দুর্ঘটনার চূড়ান্ত প্রতিবেদন, পেশাগত দুর্ঘটনা ও বিপজ্জনক ঘটনার রেজিস্টার, পেশাগত ব্যধির নোটিশ, পেশাগত ব্যধির প্রতিবেদন, সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রতিবেদন, সেইফটি কমিটির সভার কার্যবিবরণী – ইত্যাদি প্রতিবেদন কারখানা কর্তৃপক্ষ অনলাইনে খুব সহজেই অত্র অধিদপ্তরে দাখিল করতে পারছেন। ফলে এসব প্রতিবেদনের একটি ডিজিটাল ডেটাবেজ তৈরী হয়েছে যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোন গবেষণায় কাজে লাগানো যাবে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | lima.dife.gov.bd |  |
| ০৪. | “ডাইফ ওয়ানক্লিক রিপোর্টিং সিস্টেম” (২০২০) | এই রিপোর্টিং সিস্টেমে সকল মাঠ পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শকগণ তাদের স্ব স্ব কার্যালয় হতে রিপোর্টিং সিস্টেমের লগইন পেজে প্রবেশ করে ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে সিস্টেমে প্রবেশ করে প্রধান কার্যালয় হতে চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত টেমপ্লেটে/কলাম এ রিপোর্টিং এর কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। একইসাথে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় অথবা মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্টিং কলাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ডাইনামিক টেমপ্লেট এর মাধ্যমে রিপোর্টিং কলাম সাজিয়ে পুনরায় সার্ভার এ দেয়া সম্ভব। সিস্টেমে সংরক্ষিত ডাটা ডাউনলোড করা যায় প্রতিবেদন একীভূত করাও অনেক সহজ। সেই সাথে এই সিস্টেমে তুলনামূলক পর্যালোচনা করাও সম্ভব। মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় থেকে প্রধান কার্যালয়ে রিপোর্ট প্রদানের পূর্বে অথোরাইজেশন এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সিস্টেমটিতে প্রতিটি রিপোর্টিং মডিউলের জন্য ড্যাশবোর্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে আহরিত তথ্য বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের (যেমনঃ তারিখ অনুযায়ী সাজানো, উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী সাজানো, পাই চার্ট) সুযোগ আছে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | <http://157.230.44.123/> login |  |
| ০৫. | “ডাইফ ইনভেন্টরি এন্ড রিকুইজিশন সিস্টেম”(২০২০) | একটি ওয়েব-বেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্মচারীর প্রাপ্যতা (সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী) সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর পদবী অনুযায়ী প্রি-ডিফাইন করা আছে। প্রত্যেক কর্মচারীর নিজ নামে উক্ত সফটওয়্যারে একাউন্ট আছে। উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি পণ্যের চাহিদা পত্র একটি অনলাইন ফরম পূরণ করে প্রেরণ করতে পারেন। পণ্য সরবরাহকারী শাখার একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য ‘ইনভেন্টরি ম্যানেজার’ হিসাবে একটি একাউন্ট আছে এবং উক্ত একাউন্টে লগ-ইন করে তিনি প্রাপ্ত সকল চাহিদাপত্র তালিকা আকারে দেখতে পান। তালিকা যাচাইপূর্বক চাহিদাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা আছে। এই উদ্যোগটি ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | <http://157.230.44.123/> inventory-login |  |
| ০৬. | “ডাইফ একসেবা মোবাইল এপ্লিকেশন”(২০২০) | অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য DIFE Eksheba Mobile Application এর মাধ্যমে একটি একক প্লাটফর্মে নিয়ে আসা হয়েছে। অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত এবং আইন ও বিধি বিষয়ক তথ্য, লাইসেন্স গ্রহণ এবং নবায়ন সম্পর্কিত তথ্য, শ্রমিকদের অভিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা হয়েছে। | কার্যকর নাই (২০২৩ সালে গুগল প্লে-স্টোর এর পলিসি আপডেট অনুযায়ী প্রোগ্রামটিতে কিছু ত্রুটি থাকায় সেটি প্লে-স্টোর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে) | পাচ্ছে না | https://play.google.com/ |  |
| ০৭. | “ডাইফ OSH e-tool” (২০২১) | এটি একটি ওয়েব-বেইজড এপ্লিকেশন যার মাধ্যমে কারখানা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব রিস্ক এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে শিল্প-কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক, ভবন, রাসায়নিক এবং বয়লার নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি নিরুপন করতে পারবে। ঝুঁকি নিরুপন পরবর্তী কারখানার পেশাগত সেইফটি বজায় রাখার জন্য কি কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি গাইডলাইনও “ডাইফ OSH e-tool” প্রদান করবে। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | https://dife.irtech.com.bd |  |
| ০৮. | অনলাইনে ‘ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন’ (২০২৩) | কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারভুক্ত অন্যতম সেবা ঠিকাদার সংস্থার (outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার আওতায় এই সেবাটি ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থিদের সময়, যাতায়াত ও খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে। | ইউজার টেস্টিং চলমান আছে | ইউজার টেস্টিং চলমান আছে | http://188.166.232.130 |  |
| ০৯. | Combined Inspection Management System (২০২২) | বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন বোর্ড বা বিডার নেতৃত্বে ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানা ও শিল্প-সেক্টর সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিদর্শনের লক্ষ্যে এই সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করা হয়। সফটওয়্যারটির মাধ্যমে পূর্বে থেকেই কনফিগার করা চেকলিস্টের মাধ্যমে পরিদর্শন করা যায়, পরিদর্শন সম্পন্ন করে corrective action plan (CAP) জেনারেট করা যায় এবং পরিদর্শন বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন জেনারেট করা যায়। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | <https://ciams.org/Account/> Login?ReturnUrl=%2f |  |
| ১০. | মামলা ব্যবস্থাপনা সিস্টেম বা Case Management System (২০২৩) | এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বা এর কোন পরিদর্শক বাদী হয়ে যেসব মামলা দায়ের করে থাকেন অথবা অধিদপ্তরকে বিবাদী করে যদি কোন মামলা হয়ে থাকে সেসকল মামলার বিভিন্ন তথ্য, যেমন- মামলার তারিখ, বাদীর নাম, বিবাদীগণের নাম, আদালতের নাম, নিষ্পন্নের অবস্থা ইত্যাদি ডিজিটালভাবে সংরক্ষণের জন্য। এর ফলে অধিদপ্তরের মোট কতটি মামলা নিষ্পন্ন হয়েছে এবং কতটি মামলা কোন আদালতে চলমান আছে তা সহজেই বের করা সম্ভব। | কার্যকর আছে | পাচ্ছে | <http://182.160.113.236:2301/> account/login?ReturnUrl=%2F |  |